এনএপিডি গবেষণা নীতিমালা (সংশোধিত)-২০১৫

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।

গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ:

১.১ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির গবেষণা নীতিমালার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

(ক) একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের কর্মকর্তা, একাডেমির অনুষদ সদস্য ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তাদের পেশাদারিত্ব উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা/ প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা;

(খ) একাডেমি পরিচালিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের গুণগতমান উন্নয়নে গবেষণা করা;

(গ) উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প, কর্মসূচী, পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঘ) দেশের সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে সংশিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা;

(ঙ) উন্নয়ন কার্যক্রমের গতিশীলতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে মূল্যায়ন ও পরিবীক্ষণ কার্যক্রমে নতুন উদ্ভাবনী প্রক্রিয়া সৃষ্টি;

(চ) দেশীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থার অনুরোধে/বোর্ড অব গভর্নরস্/মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় যে কোন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গবেষণা কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনা

২.১ গবেষণা কমিটির কাঠামো

একাডেমির গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি গবেষণা কমিটি থাকবে। এই কমিটি একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরস কর্তৃক অনুমোদিত হবে। কমিটির কাঠামো নিম্নরূপ হবেঃ

(ক)	অতিরিক্ত মহাপরিচালক	ঃ সভাপতি
(খ)	একাডেমির পরিচালকবৃন্দ, প্রধান প্রশিক্ষকবৃন্দ, সিস্টেম এনালিস্ট ও সমপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ (পদাধিকার বলে)	ঃ সদস্য
(গ)	মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত ২ (দুই) জন একাডেমি বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ	ঃ সদস্য
(ঘ)	পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)	ঃ সদস্য-সচিব
(ঙ)	গবেষণা কর্মকর্তা - ০১	ঃ দপ্তর সচিব

২.২ গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি

গবেষণা কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপঃ

(ক) একাডেমির সকল গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান;

(খ) গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে অভিমত প্রদান।

২.৩ গবেষণা কার্যক্রমের অনুমোদন ও বাস্তবায়নঃ

(ক) গবেষণা কমিটির সুপারিশকৃত প্রস্তাবসমূহ মহাপরিচালক অনুমোদন করবেন এবং বোর্ড অব গভর্নরসকে অবহিত করবেন;

(খ) একাডেমির মহাপরিচালক অনুমোদিত গবেষণাসমূহ বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং এ সম্পর্কে বোর্ড অব গভর্নরস্‌কে অবহিত করবেন;

(গ) মহাপরিচালক গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশনা সম্পর্কে প্রাপ্ত অভিমত অনুসারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

২.৪ গবেষণা কার্যক্রমের ধরণ

অনুমোদিত বাজেট অনুসারে তিন ধরনের গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত হবেঃ

(ক) ক্ষুদ্র গবেষণা ঃ অনুর্ধ্ব ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা বাজেট সম্পন্ন গবেষণা;

(খ) মধ্যম গবেষণা ঃ ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে এবং ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা পর্যন্ত বাজেট সম্পন্ন গবেষণা।

(খ) বৃহৎ গবেষণা ঃ ১০,০০,০০০/- (দশ লক্ষ) টাকার উর্ধ্বে বাজেট সম্পন্ন গবেষণা;

(গ) মহাপরিচালক গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক পরিধি সময়ে সময়ে নির্ধারণ করতে পারবেন।

২.৫ গবেষণা কার্যক্রম মূল্যায়ন

প্রতিটি বৃহৎ ও মধ্যম গবেষণার ক্ষেত্রে ১ জন পরিচালক ও ১ জন প্রধান প্রশিক্ষক এবং ক্ষুদ্র গবেষণার ক্ষেত্রে ১ জন পরিচালক/ প্রধান প্রশিক্ষক একাডেমির গবেষণা কমিটি কর্তৃক নিয়োজিত হবেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একজন একাডেমি বহির্ভূত বিশেষজ্ঞ ও একাডেমির একজন কর্মকর্তা থাকবেন। উক্ত মূল্যায়নকারীগণ গবেষণা প্রস্তাবে বর্ণিত উদ্দেশ্য ও পরিধির আলোকে গবেষণার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবেন।

২.৬ গবেষণা প্রস্তাবের বিষয়সমূহ

একটি গবেষণা প্রস্তাবে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) ভূমিকা/গবেষণা সমস্যা ;
(খ) গবেষণার যৌক্তিকতা ;
(গ) গবেষণার উদ্দেশ্য ;
(ঘ) গবেষণার পরিধি ;
(ঙ) গবেষণা পদ্ধতি (বিশদ বিবরণসহ);
(চ) বিশ্লেষণ/উপাত্ত উপস্থাপন পরিকল্পনা ;
(ছ) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োগযোগ্য ব্যক্তিবর্গ ;
(জ) কর্ম পরিকল্পনা/সময়সীমা ;
(ঝ) বাজেট ;
(ঞ) গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালকের/গবেষকের জীবন বৃত্তান্ত।

২.৭ গবেষণার বিষয় নির্বাচন ও অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং সময়চিত্র (timeline)

গবেষণার বিষয় নির্বাচন ও অনুমোদনের সময়সূচি নিম্নরূপ হবেঃ

(ক) গবেষণা কমিটির সদস্য সচিব কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব অনুষদ সদস্য/কর্মকর্তাদের কাছ থেকে আহবানঃ **আগস্ট (প্রতি বছর);**

(খ) গবেষণা প্রস্তাব পাওয়ার পর গবেষণা কমিটি গবেষণা নীতিমালার ১.১ সংখ্যক অনুচ্ছেদের সাথে গবেষণা প্রস্তাব কতটা সম্পৃক্ত এবং একাডেমির প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সাথে কতটা প্রত্যক্ষভাবে এর সামঞ্জস্য রয়েছে তা পরীক্ষা করবে। গবেষণা কমিটি প্রয়োজনে একটি সেমিনারের মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করবে। সেমিনারে গবেষণা প্রস্তাব পেশকারীগণ তাদের নিজ নিজ গবেষণা প্রস্তাব উপস্থাপন করবেন। উক্ত সেমিনারের ব্যয়ভার একাডেমি বহন করবেঃ **সেপ্টেম্বর (প্রতি বছর);**

(গ) সেমিনার হতে প্রাপ্ত মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা কমিটি গবেষণা প্রস্তাবসমূহ যাচাই বাছাই শেষে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি অনুমোদনের জন্য সুপারিশকৃত গবেষণা প্রস্তাব (সমূহ) পরিমার্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক (গণ) কে পরামর্শ প্রদান করবে ঃ **অক্টোবর (প্রতি বছর);**

(ঘ) গবেষণা প্রস্তাব/প্রস্তাবসমূহের অনুমোদন ও এর অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারীকরণঃ **নভেম্বর (প্রতিবছর);**

(ঙ) অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাব/প্রস্তাবসমূহের অনুকূলে কিস্তিকারে গবেষণা অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে ১ম কিস্তির অর্থ অগ্রীম প্রদানঃ **ডিসেম্বর (প্রতি বছর);**

২.৮ গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ

গবেষণা কার্যক্রমের মেয়াদ সাধারণভাবে অর্থবছরের (জুলাই-জুন) মধ্যে সীমিত থাকবে। তবে একাডেমির মহাপরিচালক প্রয়োজনবোধে এই সময়সীমা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

২.৯ গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ

গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদনের পর পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে দপ্তর আদেশ জারী করবেন এবং একই সময়ে প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাবের অনুকূলে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) প্রথম কিস্তির অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। দপ্তর আদেশ জারীর তারিখ থেকে গবেষণা কার্যক্রম শুরু হয়েছে মর্মে গণ্য হবে।

২.১০ গবেষণার অগ্রগতি পর্যালোচনা

প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রমের পরিচালক/গবেষক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে গবেষণার অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট পেশ করবেন। একাডেমির গবেষণা সেমিনারে চলমান গবেষণাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে।

২.১১ সেমিনারে খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন

প্রতিটি গবেষণার খসড়া প্রতিবেদন একাডেমির গবেষণা সেমিনারে উপস্থাপন করা হবে। গবেষণা কমিটিতে উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট গবেষক পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট ও ০৫ (পাঁচ) কপি প্রশিক্ষণ সেলে দাখিল করবেন। পরিমার্জিত গবেষণা প্রতিবেদন লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে।

২.১২ গবেষণার প্রতিবেদন অনুমোদন

প্রতিটি গবেষণার প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নকারীগণের মতামত অনুসারে গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

২.১৩ গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব

একাডেমি পরিচালিত সকল গবেষণা প্রতিবেদনের স্বত্ব একাডেমির নিকট ন্যস্ত থাকবে। তবে গবেষক একাডেমির অনুমতিসাপেক্ষে তা একাডেমির বাইরে অন্য কোথাও প্রকাশনার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

২.১৪ গবেষণা তথ্য প্রচার

গবেষণা তথ্যের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করণে গবেষণালব্ধ তথ্য বিভিন্ন মাধ্যমে প্রচার করা হবে। যেমন: সেমিনার ও ওয়ার্কশপ, প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ, প্রশিক্ষণ, ওয়েব সাইটে প্রদান ইত্যাদি।

তৃতীয় অধ্যায়

গবেষণা পরিচালনার যোগ্যতা ও অন্যান্য শর্তাবলী

৩.১ গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষকের যোগ্যতা

৩.১.১ একাডেমির গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের যেকোন কর্মকর্তা, একাডেমির অনুষদ সদস্য ও বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা গবেষক বা যুগ্ম-গবেষক হতে পারবেন। গবেষণা কমিটি গবেষক বা যুগ্ম-গবেষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

৩.১.২ গবেষণা প্রস্তাবে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একাডেমি বহির্ভূত যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা পরিচালনায় সম্পৃক্ত করা যাবে।

৩.১.৩ ক্ষুদ্র গবেষণা কার্যক্রমে কোন যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষক থাকবে না।

৩.১.৪ কোন গবেষণায় একাধিক গবেষক জড়িত থাকলে গবেষণা দলের সকল সদস্যকে ঐ গবেষণার দায়-দায়িত্ব বহন করতে হবে। গবেষণা প্রস্তাব অনুমোদন হবার পর যদি গবেষণা পরিচালক / গবেষক ও যুগ্ম-পরিচালক বা যুগ্ম-গবেষক বদলি/অবসরে যান তবে তিনি গবেষণা শেষ করতে পারবেন অথবা তার স্থলে একাডেমির আরেকজনকে প্রতিস্থাপন করতে পারবেন। গবেষণা শেষে গবেষণা সংক্রান্ত খরচের বিল ভাউচার কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন ও সমন্বয় করতে হবে।

৩.২ একাডেমির কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্ত

একাডেমির কোন কর্মকর্তা একটি অর্থ বছরে সর্বাধিক দুটি গবেষণায় নিযুক্ত হতে পারবেন। গবেষণা কর্মের জন্য ভ্রমণকালকে দাপ্তরিক কাজে কর্মরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তবে উক্ত ভ্রমণ ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণার বাজেট হতে নির্বাহ করতে হবে। একাডেমি হতে আলাদাভাবে ভ্রমণ ভাতা দেয়া হবে না।

চতুর্থ অধ্যায়

গবেষণা কার্যক্রমের আর্থিক ব্যবস্থাপনা

৪.১ তহবিলের উৎস

নিম্নলিখিত উৎসসমূহ থেকে গবেষণা তহবিল গঠিত হবেঃ

(ক) একাডেমির রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের গবেষণা উপ-খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ এবং

(খ) দেশী ও বিদেশী সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ।

৪.২ গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষকের সম্মানী

৪.২.১ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অনুকূলে বরাদ্দকৃত বাজেটের সর্বোচ্চ ৫০% অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে প্রাপ্য হবেন।

৪.২.২ বিদেশী এবং একাডেমি বহির্ভূত অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণার ক্ষেত্রে অর্থ দাতাদের সাথে আলোচনা করে সম্মানীর পরিমাণ ও অন্যান্য বিষয় নির্ধারণ করা হবে।

৪.৩ প্রাপ্ত ফি এর ২০% একাডেমি খাতে জমাদান

এফ আর এস আরের বিধি ৯(৯) অনুসারে গবেষকদের remuneration সাধারণ রাজস্ব খাত হতে প্রদেয় বিধায় তা ফি নয় বরং সম্মানীর সংজ্ঞাভুক্ত। তাই প্রাপ্য সম্মানী থেকে কোন অর্থ সরকারী তহবিলে জমা দিতে হবে না। তবে একাডেমির রাজস্ব খাত ভিন্ন অন্য কোন উৎসের অর্থায়নে কোন গবেষণা পরিচালিত হলে তা 'ফি' হিসেবে গণ্য হবে এবং প্রাপ্ত 'ফি'-এর ২০ শতাংশ একাডেমিতে জমা দিতে হবে।

৪.৪ মূল্যায়নকারীদের সম্মানী

(ক) গবেষণা প্রস্তাব প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সম্মানী বাবদ ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা প্রাপ্য হবেন এবং এ অর্থ একাডেমির গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ হতে মিটানো হবে।

(খ) গবেষণা শেষে প্রতিটি গবেষণা কার্যক্রম চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়নকারী সদস্যদের প্রত্যেকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সম্মানী পাবেন।

৪.৫ গবেষণার বাজেট বিভাজন

গবেষণার বাজেট বিভাজনে নিম্নলিখিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবেঃ

(ক) গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের সম্মানী

(খ) যুগ্ম-পরিচালকের/যুগ্ম-গবেষকের সম্মানী

(গ) গবেষণা সহযোগী ও সহকারীদের সম্মানী

(ঘ) গবেষণা সহায়তা ব্যয় (মূল্যায়নকারীদের সম্মানী, যাতায়াত ও দৈনিক ভাতা, গবেষণা প্রস্তাব সেমিনারে উপস্থাপন ব্যয়, গবেষণা সংশ্লিষ্ট সভা, খসড়া প্রতিবেদনের ১০ (দশ) কপি মুদ্রণ ব্যয়, সভাপতি, আলোচকবৃন্দ ও র‍্যাপোর্টিয়ার-এর সম্মানী, প্রশ্নপত্র, তথ্য সংগ্রহ, তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও পুনর্মুদ্রণ ব্যয়, প্রচ্ছদ ও বাঁধাই ব্যয়, স্টেশনারী ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়, জ্বালানী তেল ক্রয় ইত্যাদি)।

(ঙ) খসড়া প্রতিবেদন বিবেচনার উদ্দেশ্যে আয়োজিত গবেষণা সেমিনারে সভাপতি, আলোচক ও র‍্যাপোর্টিয়ার প্রত্যেকে ৩০০০/- (তিন হাজার টাকা মাত্র) হারে সম্মানী প্রাপ্য হবেন যা সংশিষ্ট গবেষণা কার্যক্রমের বাজেট থেকে প্রদান করা হবে।

(চ) গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পূর্বে এ সংক্রান্ত যে কোন সভায় অথবা গবেষণা সংক্রান্ত অন্য কোন সভায় যদি একাডেমি বহির্ভূত অন্য প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য উপস্থিত থাকেন তাহলে সদস্যরা ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা হারে সম্মানী পাবেন। গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পূর্বের ব্যয় একাডেমির গবেষণা খাত থেকে মেটানো হবে এবং গবেষণার বিষয় অনুমোদনের পরের ব্যয় সংশ্লিষ্ট গবেষণা বাজেট থেকে মেটানো হবে।

(ছ) অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের আলোকে সংশিষ্ট গবেষণা পরিচালক/ গবেষক গবেষণার বাজেট বিভাজন (উপ-খাতসমূহ) পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা) এর নিকট পেশ করবেন। প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণার বাজেট বিভাজন মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৪.৬ গবেষণা কার্যক্রমে অর্থ প্রদান, হিসাব সংরক্ষণ ও সমন্বয়করণ

গবেষণা কার্যক্রমের আউট লাইন ও কর্মপরিকল্পনা প্রাপ্তির পর বরাদ্দকৃত তহবিলের ১ম কিস্তির টাকা ছাড় করা যাবে। সম্পাদিত গবেষণা কার্যক্রম সন্তোষজনক প্রতীয়মান হওয়া সাপেক্ষে ২য় কিস্তির টাকা ছাড় করতে হবে। গবেষণা প্রবন্ধ কর্মশালায় উপস্থাপন, কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে সংশোধন এবং external evaluator- এর অনুকূল মতামত প্রাপ্তির সাপেক্ষে সর্বশেষ কিস্তির অর্থ ছাড় করতে হবে। পূর্বে গৃহিত অর্থের সমন্বয় না করা পর্যন্ত পরবর্তি কিস্তির অর্থ প্রদান করা যাবে না।

৪.৬.২ প্রতিটি অনুমোদিত গবেষণা কার্যক্রমের অর্থ দুই কিস্তিতে প্রদান করা হবে। প্রথম কিস্তিতে অনুমোদিত গবেষণা বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে অগ্রিম হিসেবে প্রদান করা হবে এবং গবেষণা পরিচালক/গবেষক হিসাব শাখা থেকে অধিযাচনের মাধ্যমে সকল ব্যয় নির্বাহ করবেন। গবেষণা পরিচালক/গবেষক ব্যয়কৃত অর্থের ভাউচার, রশিদ, হিসাব বিবরণী ইত্যাদি একাডেমিতে জমা দিয়ে প্রথম কিস্তিতে গৃহীত অগ্রিম সমন্বয় করবেন। খসড়া গবেষণা প্রতিবেদন সেমিনারে উপস্থাপন, গবেষণা কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ১০ কপি চূড়ান্ত প্রতিবেদন গবেষণা কমিটির সভাপতির নিকট জমা দেয়ার পর হিসাব শাখা দ্বিতীয় কিস্তিতে বাকী শতকরা ৪০ ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালকের/গবেষকের অনুকূলে প্রদান করবে। গবেষণা পরিচালক/গবেষক চূড়ান্ত হিসাব, বিল, ভাউচার, রশিদ, ব্যয়বিবরণীসহ একাডেমিতে জমা দিয়ে গবেষণার হিসাব সমন্বয় করবেন। সংশিষ্ট অর্থ বছরের জুন মাসের পূর্বে দ্বিতীয় কিস্তির গৃহীত অর্থ সমন্বয় করতে হবে। বিশেষ ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটি বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ ও আন্ত:খাত সমন্বয় করতে পারবে।

৪.৬.৩ প্রথম কিস্তির অর্থ থেকে সর্বোচ্চ মাত্র ৪০% ভাগ অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-পরিচালক/ যুগ্ম-গবেষক, গবেষণা সহযোগী ও সদস্যগণ সম্মানী হিসেবে ব্যয় করতে পারবেন।

৪.৬.৪ কোন গবেষণায় একাডেমি-বহির্ভূত গবেষক যুক্ত থাকলে সেক্ষেত্রে একাডেমির সংশিষ্ট গবেষকের অনুকূলে অর্থ ছাড় করা হবে এবং তিনি গবেষণার সকল দায়-দায়িত্ব বহন করবেন।

৪.৭ গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষকদের (গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষক ও গবেষণা সহযোগীদের) লিখিত সম্মতি জ্ঞাপন পত্র

(ক) গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত গবেষণা পরিচালক/গবেষক, যুগ্ম-পরিচালক/যুগ্ম-গবেষক ও গবেষণা সহযোগীগণ প্রত্যেকে একাডেমীকে এই মর্মে লিখিত সম্মতি-পত্র জ্ঞাপন করবেন যে তাঁরা নির্দিষ্ট সময়ে সংশিষ্ট গবেষণার কাজ সম্পাদনে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন। কোন কারণে গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) একাডেমীকে ফেরত প্রদান করবেন।

(খ) কোন গবেষক গবেষণা অসম্পূর্ণ রেখে গবেষণা থেকে অব্যাহতি নিলে গৃহীত সম্মানী (যদি গ্রহণ করে থাকেন) একাডেমিকে ফেরত না দিলে প্রচলিত আইনানুযায়ী/PDR Act, 1913 অনুযায়ী তা আদায় করা যাবে।

(গ) অনুমোদিত গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গবেষণা কমিটির অনুমোদন নিতে হবে। কোন কারণে গবেষণা কমিটির সভা আয়োজনে বিলম্ব হলে পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)-এর মাধ্যমে গবেষণা কমিটির সভাপতি মহোদয়ের নিকট হতে অনুমোদন নিতে হবে।

৪.৮ গবেষণা কার্যক্রমে গৃহীত অর্থের জবাবদিহিতা

গবেষণা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয়ে ১০ কপি জমা না দিলে কিংবা গবেষণা পরিচালক/গবেষক কর্তৃক গবেষণা পরিত্যাজ্য হলে উক্ত গবেষণা বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং গৃহীত সমুদয় অর্থ গবেষণা পরিচালক/গবেষক একাডেমির হিসাব শাখায় ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। যদি কোন গবেষণার ব্যয়ভার মেটানোর পর অর্থ উদ্বৃত্ত থেকে যায়, তবে তা গবেষণা পরিচালক/গবেষক একাডেমিতে ফেরত প্রদান করবেন। যদি গবেষণা পরিচালক/গবেষক ও গবেষণায় নিয়োজিত অন্য কোন কর্মকর্তা ও সহকারী তাঁর/তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে গৃহীত অগ্রিম ফেরত দানে বাধ্য থাকবেন।

পঞ্চম অধ্যায়

গবেষণা নীতিমালা প্রয়োগ ও পরিবর্তন

৫.১ একাডেমির রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট এবং দেশী, বিদেশী সংস্থা কর্তৃক গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অর্থ দ্বারা পরিচালিত গবেষণা এবং পরামর্শদানমূলক গবেষণা কর্মের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য যে কোন উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত কোন গবেষণার সাথে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী সম্পৃক্ত হলে তা এই গবেষণা নীতিমালার আওতায় আসবে না।

৫.২ সরকার অথবা বোর্ড অব গভর্নরস-এর নির্দেশক্রমে গৃহীত কোন গবেষণার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ বোর্ড অব গভর্নরস-এর পক্ষে একাডেমীর মহাপরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত হবে।

৫.৩ সময়ের পরিবর্তন কিংবা উদভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যদি গবেষণা নীতিমালা পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে গবেষণা কমিটির সুপারিশক্রমে একাডেমির মহাপরিচালক উক্ত পরিবর্তন করতে পারবেন ও বোর্ড অব গভর্নরসকে অবহিত করবেন।

৫.৪ গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।